সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

লণ্ডনের ভাষণ

লণ্ডনের ভাষণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আখতার ফারুক

জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স-ঢাকা

LONDONER BHASHAN

Syed Abul Ala Moudoody

দামঃ [illegible]ত্তর পয়সা

প্রকাশনায়ঃ

মোশাররফ হোসাইনঃ জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স

৬৫, পেয়ারীদাস রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদঃ শ্রী সুখেন দাস

মুদ্রণেঃ

অরিয়েন্টাল প্রেস, ১৩, কারকুনবাড়ী লেন, ঢাকা

প্রথম মুদ্রণঃ অক্টোবর-১৯৭৬

www.pathagar.com

ইসলাম কি চায় ?

এক।। শুরুতেই এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে, আমাদের বিশ্বাস মতে দ্বীন ইসলাম মুহাম্মদ (সঃ) পয়দা নিয়ে আসেন নি। তাই তিনি এর প্রবর্তকও নন। কোরআন এ কথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, মানব জাতির জন্য খোদা সর্বদা একই দ্বীন পাঠিয়েছেন। আর তা হচ্ছে ইসলাম অর্থাৎ খোদার আনুগত্য মেনে নেয়া। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতির কাছে খোদা যে সব নবী পঠিয়েছেন, তাদের কেউই পৃথক কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। তাদের নিয়ে আসা কোন দ্বীনকে নূহের মতবাদ, ইবরাহীমের মতবাদ, মূসার মতবাদ কিংবা ঈসায়ী মতবাদ বলা চলে না। বরং প্রত্যেক নবীই পূর্ব নবীদের প্রচারিত একক দ্বীনের প্রচার করে গেছেন।

দুই।। মূলত নবীদের ভেতর মুহাম্মদের (সঃ) বৈশিষ্ট্য ছিল এই—(১) তিনি খোদার শেষ নবী ছিলেন। (২) তাঁর মারফত খোদা অন্যান্য নবীদের কাছে পাঠানো দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। (৩) মূল দ্বীনের সাথে যুগে যুগে যে সব ভ্রান্তি জড়িয়ে এক দ্বীনকে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দ্বীনে রূপ দিয়েছে, খোদা মুহাম্মদের (সঃ) মাধ্যমে তা নির্ভেজাল করে মানব জাতিকে দিলেন। (৪) তারপরে যেহেতু খোদার আর কোন নবী পাঠাবার ছিল না, তাই তাঁকে প্রদত্ত গ্রন্থটি খোদা যথাযথ ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে সুরক্ষিত করলেন। ফলে সর্বকালের মানুষ তা থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে পারবে। (৫) এমন কি তাঁর জীবনী ও রীতি-নীতি সাহাবা ও হাদীসবেত্তাগণ অতুলনীয় ভাবে সুরক্ষিত রেখেছেন। অন্য কোন নবী বা ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন, কথা ও কাজ এরূপে রক্ষা করা হয় নি। কোরআন এবং তার বাহকের জীবনী ও রীতিনীতি এরূপ সুরক্ষিত থাকায় উভয়ের সহায়তায় সর্বদা খোদার দ্বীনের আসল রূপ জানা যাচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে তা আমাদের কোন পথ দেখায়, কি দেয় আমাদের আর কি চায় আমাদের কাছে।

www.pathagar.com

তিন।। যদিও আমরা মুহাম্মদের (সঃ) আগেকার সব নবীর ওপর ঈমান রাখি, কোরআনে যাঁদের নাম পেয়েছি ও পাই নি, তাঁদের সবার ওপর ঈমান রাখি এবং এ বিশ্বাস আমাদের আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় আমরা তা ছাড়া মুসলমান হতে পারি না; তথাপি পথের দিশা লাভের ব্যাপারে শুধু মুহাম্মদকেই (সঃ) আমরা মানি। এটা কোন পক্ষপাতিত্ব নয়। মূলত তার পয়লা কারণ, তিনি শেষ নবী বিধায় তাঁর নিয়ে আসা বিধান আধুনিকতম পথ নির্দেশনা। দ্বিতীয়ত, তাঁর মাধ্যমে খোদার যে বাণী আমাদের কাছে পৌঁচেছে, সেটাই নির্ভেজাল খোদার কালাম। তার সাথে মানুষের কথার মিশ্রন ঘটে নি। সে বাণী যথাযথ ভাষায় সংরক্ষিত রয়েছে। তার ভাষা আজও জীবন্ত ভাষা। কোটি কোটি মানুষ সে ভাষায় কথা বলে, লিখে ও বুঝে। কোরআন অবতরনের কালে সে ভাষার ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ব, বানান পদ্ধতি যা ছিল আজও তাই আছে। আমি কিছু আগে বলে এসেছি যে, তাঁর জীবনী, চরিত্র, কথা ও কাজ, সব কিছুই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, আর তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও বিস্তারিতভাবে রয়েছে। এটা যেহেতু অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে পাই নি, তাই তাঁদের ওপর ঈমান আনতে পারছি, তাঁদের অনুসরণ করতে পারছি না।

চার।। আমাদের আকীদা (ধর্মবিশ্বাস) মতে মুহাম্মদ (সঃ) গোটা পৃথিবীর জন্য সর্ব যুগের নবী। তা এ কারণে (১) কুরআন তা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। (২) এটা তাঁর শেষ নবী হবার স্বাভাবিক চাহিদা। শেষ নবী হবার অপরিহার্য শর্ত হল তিনি সকল মানুষের এবং তাঁর পরবর্তী সকল যুগের নবী হবেন। (৩) তাঁর মাধ্যমে মানুষের প্রায়োজনীয় পথ নির্দেশনার কাজটি পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে এবং সেটাও তাঁর শেষ নবী হবার স্বাভাবিক দাবী। কারন, পূর্ণাংগ পথ নির্দেশনা ছাড়া শেষ নবীর দায়িত্ব পূর্ণ হতে পারে না। অপূর্ণতা আরও নবীর দাবীদার হয়। (৪) এটা আজ বাস্তব সত্য যে, তাঁর অন্তর্ধানের পরবর্তী চৌদ্দশ বছরেও দুনিয়ায় নবী দাবী করার মত এমন কোন ব্যক্তি জন্ম নেয় নি যার চরিত্র ও কার্যধারা কোন নবীর সাথে সামান্যতম সামঞ্জস্য রাখে। কোন গ্রন্থও কেউ পেশ করে নি যা কোন ঐশীগ্রন্থের সাথে পূর্ণতম সাযুজ্য রাখে। এমন কেউ দেখা দেয় নি যাকে শরিয়ত প্রবর্তক নবী বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

পাঁচ ।। আলোচনার এ স্তরে জেনে নেয়া দরকার যে, খোদার তরফ থেকে মানুষের কোন্ বিশেষ বিষয়টির প্রয়োজন যা নবীর মাধ্যমে পাঠানো হল ?

পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমরা পঞ্চেন্দ্রীয়ের সাহায্যে জানতে পাই কিংবা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও জেনে নিই। তারপর এ সব উপায়-উপকরণ থেকে যা কিছু জানলাম সেগুলোকে বাস্তব উদাহরণ, অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা ও দলীল প্রমাণ দিয়ে সাজিয়ে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। এ ধরনের বস্তুগত জ্ঞান খোদার তরফ থেকে আসার প্রয়োজন নেই। এ সব আমাদের অনুসন্ধিৎসা-অনুসন্ধান, চিন্তা-ভাবনা এবং বিশ্লেষণ-উদ্ভাবনের আওতায় রয়েছে। অবশ্য এ সব ব্যাপারেও সৃষ্টিকর্তা আমাদের অসহায় ভাবে ছেড়ে দেন নি। ইতিহাসের গতিধারায় তিনি অজ্ঞাতভাবে তাঁর ক্রম-বিকাশমান পৃথিবীর সাথে আমাদের ক্রমাগত পরিচয়ের ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দুয়ার আমাদের সামনে মুক্ত করে চলেছেন। এক এক সময়ে তিনি দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে এক এক জনকে কোন না কোন নতুন আবিষ্কার কিংবা প্রকৃতির কোন নতুন রীতির ওপর সাফল্য দান করেন। মোট কথা, এ সবই মানবীয় জ্ঞানের আওতার ব্যাপার। এ সবের জন্য খোদার পক্ষ থেকে কোন নবী আসার দরকার হয় না। বরং এর জন্য যা কিছু জ্ঞান দরকার তা মানুষকে দেয়া হয়েছে।

আরেক ধরনের ব্যাপার রয়েছে যা আমাদের অনুভূতি ও যন্ত্রপাতির নাগালের বাইরে অবস্থিত। সেগুলো আমরা না জরীপ করতে পারি, না ওজন করতে পারি, না কোন যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে সেগুলো সম্পর্কে এতটুকু জানতে পারি যাকে অন্তত বিদ্যা বলা যায়। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা সে সব সম্পর্কে নিছক অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাই তাকে ইলম বা জ্ঞানের মর্যাদা দেয়া যায় না। এ চরম সত্য সম্পর্কে যারা যুক্তি প্রমান পেশ করেন, তাঁরাও নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারেন না। যদি তারা তাদের জ্ঞানের পরিধি জানতে পান তা হলে না তারা নিজেরা সে সবকে নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করেন, না অন্য কাউকে তা বিশ্বাস করার জন্য বলতে পারেন।

এ সীমা রেখায় এসেই মানুষ যথার্থ সত্যকে জানার জন্য নিখিল সৃষ্টির

www.pathagar.com

মহান স্রষ্টার অবতীর্ণ সত্যের মুখাপেক্ষী হয়। সেই সত্য মহান স্রষ্টা কোন বই আকারে লিখে যে কারো কাছে দেন তা নয়। এও নয় যে, সেই বই কাউকে দিয়ে বলেন, এ বই পড়ে তোমার ও অন্য সব সৃষ্টির রহস্য জেনে নাও আর বুঝে নাও, এ সত্যের আলোকে তোমার পার্থিব জীবন পদ্ধতি কি হবে। বরং সেই জ্ঞানকে মানুষের দুয়ারে পৌঁছাবার জন্য আল্লাহ তা'লা সর্বদা পয়গম্বরকে মাধ্যম করেছেন। ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সব কিছু অবহিত করেছেন। তারপর মানুষের কাছে সেই সত্য তুলে ধরার জন্য তাঁদের নিযুক্ত করেছেন।

ছয়।। মানুষের কাছে সত্যকে শুধু পৌঁছে দেয়াই নবীর কাজ নয়। বরং সেই সত্যের আলোকে খোদার সাথে মানুষের ও মানুষের সাথে মানুষের মূল সম্পর্ক কি এবং কার্যত কি সম্পর্ক হওয়া উচিত, তাও বলে দেয়া। এ জ্ঞান কিরূপ চাল চলন ও চরিত্র এবং কিরূপ কৃষ্টি ও সভ্যতা দাবী করে তাও তিনি বলে দেবেন। সেই ইল্‌মের আলোকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন, অর্থ-নীতি, রাজনীতি, বিচার বিভাগ, যুদ্ধ ও শান্তি, আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি, এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কিভাবে পরিচালিত হওয়া চাই, তাও নির্দেশ করা। নবী শুধু কিছু সামাজিক রীতি-নীতি ও ইবাদত-উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে আসেন না। বরং তিনি পূর্ণাংগ এক জীবন পদ্ধতি নিয়ে আসেন। ইসলামের পরিভাষায় তারই নাম দ্বীন (জীবন পদ্ধতি)।

সাত।। দ্বীনের জ্ঞান পৌঁছানোই শুধু নবীর মিশন নয়। নবীর মিশন যারা দ্বীনের ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলিম হল, তাদের দ্বীনের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করানো, তাদের চিন্তা, চরিত্র, উপাসনা, আইন-কানুন ও সামগ্রিক জীবন বিধান সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের সামনে নিজকে পূর্ণাংগ মুসলমানের এক নমুনা হিসেবে পেশ করা যেন তাঁকে তারা অনুসরন করতে পারে, তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রশিক্ষন দিয়ে সঠিক ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্ম গড়ে তোলা এবং তাদের সংঘবদ্ধ এক জাতিতে পরিণত করে দুনিয়ার বুকে খোদার দ্বীন বাস্তবায়নের এরূপ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া যেন অন্যান্য মতাদর্শ তলিয়ে গিয়ে খোদায়ী মতাদর্শ মাথা তুলে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

সব নবীই যে তাঁর এ মিশনের শেষ স্তর পর্যন্ত উতরে যাবেন তা অপরিহার্য নয়। অনেক নবীই নিজ দুর্বলতার জন্য নয়, বরং মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও প্রতিকূল মানসিকতার দুর্বলতার কারণে মিশনের চরম লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। তথাপি সব নবীর মিশন একই ছিল। অবশ্য ইতিহাসের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লার বৈশিষ্ট্য হল এই, তিনি ঠিক ঊর্ধ লোকের মতই দুনিয়ার বুকে খোদার বাদশাহী কায়েম করে দেখালেন।

আট।। কুরআন মজীদ ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ শুরু থেকেই হয় গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ করে, নয় তো মানব মণ্ডলী থেকে যারা ঈমান এনেছে তাদের লক্ষ্য করে বক্তব্য রেখেছেন। কোরআন পাকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করুন। তারপর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লার বক্তৃতা ও কথা-বার্তার পূর্ণ রেকর্ড পর্যালোচনা করুন। দেখবেন, তাতে কোন ভাষা-ভাষী, বর্ণ কিংবা গোত্র বিশেষ অথবা বিশেষ শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করা হয় নি। সর্বত্র হয় 'ইয়া বনি আদম' নয় তো 'ইয়া আইউহান্নাসো' বলে গোটা মানব জাতিকে ইসলাম গ্রহনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অথবা যারা ইসলাম গ্রহন করেছে তাদের পথ নির্দেশনা ও জীবন বিধান দিতে গিয়ে 'ইয়া আইউ-হাল্লাজীনা আমানু' বলা হয়েছে। এ থেকে আপনা আপনি এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে, ইসলামের আহ্বান বিশ্বজনীন। যে ব্যক্তিই এ ডাকে সাড়া দেয়, সে সব ব্যাপারে অধিকার নিয়ে মুমিন হয়ে যায়। কুরআন বলে, ঈমানদাররা একে অপরের ভাই। রসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের ধ্যান-ধারনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং মুসলমানের রীতি-নীতি অনুসরন করল, তার অধিকার আর আমাদের অধিকার এক এবং আমাদের দায়িত্ব সমান। এ থেকেও সুস্পষ্ট করে রসূল (সঃ) অন্যত্র বলেন, শোন, তোমাদের খোদা এক এবং তোমাদের বাপও এক (আদম)। তাই কোন আরবের অনারবের ওপরে মর্যাদা নেই। তেমনি নেই কোন অনারবের কোন আরবের ওপরে। মর্যাদার ভিত্তি হল খোদাভীরুতা।

নয়।। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ভেতর সর্বাগ্রে স্থান হল খোদার একত্বে বিশ্বাস। শুধু এ বিশ্বাস নয় যে খোদা আছেন, শুধু এ নয় যে তিনি এক, বরং একমাত্র তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, প্রভু, শাসক ও পরিচালক।

www.pathagar.com

তিনি বহাল রেখেছেন বলে সৃষ্টি জগত বহাল রয়েছে। তিনি তা চালান বলেই চলছে। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর অবস্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য যে রুজী ও শক্তির প্রয়োজন তা তিনিই জুগিয়ে থাকেন। সার্বভৌমত্বের যত গুণ তা শুধু তাঁরই ভেতর পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র অংশীদারও কেউ নেই। খোদায়ী ও প্রভুত্বের সর্ববিধ গুণের অধিকারী কেবল তিনিই। তিনি ভিন্ন কেউ সে সব গুণের কোনটিরই অধিকারী নয়। গোটা সৃষ্টি ও তার প্রতিটি অংশ তিনি একই নজরে দেখতে পান। সৃষ্টির সব কিছুই তিনি সরাসরি ভাবে জানেন। তার বর্তমানই শুধু নয়, অতীত এবং ভবিষ্যৎও তিনি জানেন। এ সার্বিক দৃষ্টি ও অদৃশ্য জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারও নেই। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব, অন্য সব কিছুই নশ্বর। নিজ থেকেই তিনি জীবিত আছেন ও থাকবেন। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোন সন্তান নেই। তিনি ভিন্ন সবই তাঁর সৃষ্টি। দুনিয়ার বুকে কারো এমন মর্যাদা নেই যাকে তাঁর সমকক্ষ কিংবা সন্তান বলা যায়। তিনিই মানুষের সত্যিকার উপাস্য। তাঁর উপাসনার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা সব চাইতে বড় পাপ ও বিরাট অকৃতজ্ঞতা। মানুষের প্রার্থনা কেবল তিনি শুনে থাকেন এবং তা মঞ্জুর করা বা না করা একমাত্র তাঁরই ইচ্ছাধীন রয়েছে। তাঁর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা না করা অন্যায় দাম্ভিকতা। তিনি ছাড়া কারো কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা মূর্খতা বৈ নয়। তাঁর সাথে সাথে অন্য কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করা খোদা নয় এমন এক সত্ত্বাকে খোদার সাথে অংশীদার করার শামিল।

দশ ॥ ইসলামের দৃষ্টিতে খোদার প্রভুত্ব শুধু অপ্রাকৃত জগতেই সীমিত নয়। বরং পার্থিব রাজনৈতিক ও শাসন তান্ত্রিক ব্যাপারেও প্রসারিত। তাঁর এ পার্থিব প্রভুত্বের বেলায়ও কেউ তাঁর সমকক্ষতা রাখে না। তাঁর পৃথিবীতে তাঁরই বান্দাদের ওপর তিনি ছাড়া কারো প্রভুত্ব চালাবার অধিকার নেই। হোক তা শাহী এক নায়কত্বের শাহানশাহ কিংবা রাজতন্ত্রের প্রতিভূ অথবা জন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী। তাঁর অধীনতা থেকে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, সে বিদ্রোহী। তেমনি তাঁর আনুগত্য ছেড়ে যে অন্যের অনুগত হয়, সেও বিদ্রোহী। তেমনি যে ব্যক্তি বা সংগঠন রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক

www.pathagar.com

প্রভুত্বকে নিজেদের মুঠোয় নিয়ে খোদার অধিকারের সীমাকে ব্যক্তির নৈতিক বা ধর্মীয় বিধি-বিধানে সীমিত করে দেয়, তারাও বিদ্রোহী। মূলত নিজ পৃথিবীতে নিজের সৃষ্ট মানুষের জন্য আইন দাতা তিনি ছাড়া আর কেউ নয়, হতেও পারে না। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কারো নেই।

এগার।। ইসলামের খোদা সম্পর্কিত এ ধারনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।

(১) একমাত্র খোদাই মানুষের সত্যিকারের উপাস্য, অন্য কথায় উপাসনা লাভের যোগ্য এবং তিনি ছাড়া আর কারো এরূপ যোগ্যতা নেই যে মানুষ তার বন্দেগী ও বন্দন করবে।

(২) একমাত্র তিনিই নিখিল সৃষ্টির সকল শক্তির শাসন কর্তা। মানুষের আশা-আকাংখা পূর্ণ করা বা না করা তাঁরই ইচ্ছাধীন। তাই যা কিছু চাওয়ার তাঁরই কাছে মানুষকে চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া বা পাওয়ার আছে বলে ধারনাও করতে নেই।

(৩) একমাত্র তিনি মানুষের ভাগ্য বিধাতা। মানুষের ভাগ্য গড়া বা ভাংগার অন্য কোন শক্তি নেই। তাই মানুষের আশা ও নিরাশা দুটোরই উৎস তিনি। তিনি ছাড়া না কারো কাছে কিছু পাবার আছে, না কাউকে ভয় করার কিছু আছে।

(৪) একমাত্র তিনিই মানুষ ও তার পারিপার্শিক জগতের স্রষ্টা ও স্বত্বাধিকারী। তাই মানুষ ও গোটা দুনিয়ার সব কিছুর রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন এবং শুধু তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব। তাই শুধু তিনিই জীবনের জটিল আবর্তের মাঝে সঠিক পথ বাতলাতে পারেন। তিনিই সঠিক জীবন পদ্ধতি দিতে পারেন।

(৫) যেহেতু মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু তিনি এবং এ পৃথিবীর মালিকও তিনি, তাই মানুষের ওপর অন্য কারো কিংবা মানুষের নিজের প্রভুত্ব কায়েম করা সরাসরি কুফরী। তেমনি মানুষের নিজের আইনদাতা হওয়া কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে আইনদাতা বলে স্বীকার করাও কুফরী। গোটা পৃথিবী ও অন্যান্য সৃষ্টির আইনদাতা প্রভু কেবল তিনিই হতে পারেন।

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক হিসাবে তাঁর আইন স্বভাবতই সর্বোপরি আইন (Supreme law) হবে এবং মানুষের আইন রচনার (Legislation) সীমা উক্ত আইনের আওতার ভেতরে থাকবে। মানবীয় আইনের উৎস হবে খোদায়ী আইন এবং খোদায়ী আইনের অনুমোদন সাপেক্ষে তার বাস্তবায়ন চলবে।

বার।। আলোচনার এ অধ্যায়ে আমাদের সামনে ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বিশ্বাসটি আসে। তা হচ্ছে রিসালাতের প্রত্যয় বা রসূল বিশ্বাস। খোদা যার মাধ্যমে তাঁর আইন মানুষের কাছে পৌঁছান তিনিই রসূল। রসূল থেকে এ আইন আমরা দু'ভাবে পাই। এক, কালাম পাক—যা শব্দে শব্দে রসূলের ওপর নাযিল করা হয়েছে। মানে, কুরআন মজীদ। দুই, খোদার পথ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে রসূল যা বলেছেন, করেছেন এবং তাঁর অনুগামীদের করতে বা বলতে আদেশ দিয়াছেন বা নিষেধ করেছেন, সেগুলো। মানে, সুন্নতে রসূল। এ ধর্ম বিশ্বাসটির গুরুত্ব এই যে, এটি ছাড়া শুধু খোদা বিশ্বাস নিছক থিওরী বা কল্পনা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। খোদা অর্চনাকে যে বস্তু একটি সংস্কৃতি, একটি সভ্যতা ও একটি জীবন ব্যবস্থায় রূপ দেয়, তা হচ্ছে রসূলের আদর্শিক ও বাস্তব পথ নির্দেশনা। তাঁরই মাধ্যমে আমরা আইন পেয়ে থাকি। তিনিই সেই আইনের চাহিদা অনুসারে জীবন বিধান প্রবর্তন করেন। এ কারণেই তাওহীদের পরে রিসালাতের ওপর ঈমান না এনে কেউ কার্যত মুসলমান হতে পারে না।

তের।। ইসলাম রসূলের স্থান এরূপ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে, আমরা তাঁর যথাযথ পরিচয় জানতে পাই। জানতে পাই তিনি কি এবং তিনি কি নন।

রসূল আসেন মানুষকে খোদার বান্দা বানাতে, নিজের বান্দা নয়। নিজেও তিনি নিজেকে খোদার বান্দা বলে ঘোষণা করেন। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ মুসলমানের দৈনিক নামাযের ভেতর সতেরবার যে কলেমায়ে শাহাদত পড়ার সবক দিয়েছেন, তাতে এ অংশটি অবশ্যই পড়তে হয়—আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

www.pathagar.com

—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লার বান্দা ও রসুল।

কুরআন পাকে রসুলের মানুষ হওয়া ও খোদায়িত্বে তাঁর বিন্দুমাত্র অংশ না থাকার ব্যাপারটি এরূপ স্পষ্ট করা হয়েছে যাতে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। রসুল না অতি মানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তিনি যেমন খোদার ধনভাণ্ডারের মালিক নন, তেমনি খোদার অদৃশ্য জ্ঞানেরও অধিকারী নন বলে সর্বজ্ঞও নন। তিনি অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন তো দূরে, নিজেরও কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে অক্ষম। তাঁর কাজ খোদার পয়গাম বান্দার কাছে পৌঁছে দেয়া, কাউকে পথে আনা নয়। অস্বীকার করলে তার কৈফিয়ত তলব কিংবা তার ওপর গজব নাযিল তাঁর কাজ নয়। যদি তিনিও (মা'আজাল্লাহ) খোদার নাফরমানী করেন কিংবা নিজের মনগড়া কিছু খোদার নামে চালান অথবা খোদার ওহীতে সামান্যতম রদবদলের দুঃসাহস দেখান, তাহলে তিনিও খোদার আজাব থেকে বাঁচতে পারেন না।

মুহাম্মদ (সঃ) রসুলেরই একজন। তিনিও রিসালতের সীমার বাইরে কোন কিছুর অধিকারী নন। তিনি কোনকিছু হালাল বা হারাম করতে পারেন না। অন্য কথায় খোদার অনুমোদন ছাড়া কোন আইন দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাঁর কাজই হল খোদার অবতীর্ণ বিধানের অনুসরণ।

এ ভাবে ইসলাম তার অনুসারীদের সেইসব বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচিয়েছে যা তার পূর্ববর্তীরা তাদের পথ প্রদর্শকদের বেলায় করেছিল। এমন কি তারা পথ প্রদর্শককে খোদা অথবা খোদার গোত্র কিংবা তাঁর সন্তান বা অবতার (incarnation) বানিয়ে ছেড়েছিল। এ ধরনের সর্ববিধ বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করে ইসলাম রসুলের আসল যে অবস্থাটি তুলে ধরেছে তা এই: রসুলের ওপর ঈমান না এনে কেউ মুমিন হতে পারে না। যে ব্যক্তি রসুলের অনুগত হয়, সে মূলত আল্লার অনুগত হয়। কারণ, যে কোন রসুলকেই খোদা তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছেন। রসুলের অনুগত ব্যক্তিই পথ পায়। রসুলের আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি অনুসরণ করা চাই।

(স্বয়ং রসুল (সঃ) ব্যাপারটি এ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আমি একজন মানুষ মাত্র। দ্বীনের ব্যাপারে আমি তোমাদের যা বলি তা মেনে চল। আর

www.pathagar.com

নিজের খেয়াল মতে যা বলি তা একজন মানুষ হিসেবেই বলি। পার্থিব ব্যাপারে তোমরা বেশী জান।)

রসূলের সুন্নাহ মূলত কোরআনের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা স্বয়ং কোরআন প্রণেতা তাঁকে শিখিয়েছেন। তাই তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা পরবর্তীদের জন্য খোদায়ী সনদের (Authority) মর্যাদা পেয়েছে। তাই তা থেকে সরে গিয়ে কারো কোরআন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ পাক রসূলের জীবনকে প্রতীক জীবন রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। রসূলের সিদ্ধান্ত বা মিমাংসা অগ্রাহ্য করে কেউ মুমিন হতে পারে না। খোদা ও রসূলের দেয়া সিদ্ধান্তের পর নিজের কোন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মুসলমানের নেই। যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে খোদা ও রসূলের সিদ্ধান্ত সামনে না নিয়ে মুসলমান অগ্রসর হতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ পাক রসূলের মাধ্যমে শুধু সর্বোচ্চ বিধি-বিধানই (Supreme Law) দেন নি, বরং স্থায়ী মূল্যবোধও দিয়েছেন। কোরআন-সুন্নায় যেগুলোকে খায়ের বা কল্যাণ বলা হয়েছে তা সব সময়েই কল্যাণ। তেমনি যেগুলোকে শর বা অকল্যাণ বলা হয়েছে তাও সর্বকালের অকল্যাণ। যা কিছু ফরজ করা হয়েছে স্থায়ী ভাবেই তা ফরজ বা অপরিহার্য। এ ভাবে হালাল-হারামও স্থায়ী মর্যাদা নিয়ে এসেছে। এ বিধানে কোনরূপ সংশোধন, বিয়োজন, সংযোজন ও বর্জনের অধিকার কাউকে দেয়া হয় নি। হাঁ যদি কোন ব্যক্তি, দল, গোত্র বা জাতি ইসলামই বর্জনের ইচ্ছা করে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু, মুসলমান থেকে এটা সম্ভব নয় যে, কালকের কল্যাণ আজ তার কাছে অকল্যাণ ও আগামী দিন আবার কল্যাণ হয়ে ধরা দেবে। কোন কিয়াস, ইজমা বা ইজতেহাদেরই এ ধরনের পরিবর্তন সাধনের অনুমতি নেই।

চৌদ্দ॥ ইসলামের তৃতীয় মৌলিক বিশ্বাস হল পরকাল। পরকাল বিশ্বাসের গুরুত্ব এত বেশী যে, পরকাল অবিশ্বাসী কাফের হয়ে যায়। পরকাল বাদ দিয়ে খোদা, রসূল, কোরআন সবকিছু মেনে নিলেও কাফের হওয়া থেকে নিস্তার নেই। এ বিশ্বাসের বিশ্লেষণ থেকে ছয়টি অপরিহার্য ধ্যান-ধারণা জন্ম নেয়।

www.pathagar.com

প্রথম—পৃথিবীতে মানুষকে দায়িত্বহীন করে সৃষ্টি করা হয় নি। বরং সে তার সৃষ্টি কর্তার কাছে জবাবদেহী হবে। দুনিয়ার বর্তমান জীবন মূলত মানুষের দায়িত্বের পরীক্ষার জন্য। জীবন শেষে তাকে খোদার কাছে নিজ কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে।

দ্বিতীয়—হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ একটি সময় নির্ধারিত করেছেন। মানব জাতির জন্য আল্লাহ যতটুকু সময় দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন তা শেষ হলেই কেয়ামত ঘটবে। তাতে পৃথিবীর বর্তমান আকৃতি-প্রকৃতি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর এক নতুন জগত নতুন রীতি নিয়ে সৃষ্টি হবে। সেই নতুন পৃথিবীতে সব মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নেবে সবই সেখানে পুনরুত্থিত হবে।

তৃতীয়—তখন তাদের সবাইকে একই সময়ে খোদাতা'লার সামনে হাজির করা হবে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে। নিজ দায়িত্বে দুনিয়ায় যা কিছু করে গেছে তার সব কিছুরই কৈফিয়ত দিতে হবে।

চতুর্থ—সেখানে আল্লাহ তা'লা নিজের ব্যক্তিগত জানা ব্যাপার হিসাবে রায় দিবেন না। বরং ন্যায় বিচারের সকল শর্তই সেখানে পূর্ণ করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির গোটা জীবনের কার্যকলাপের পূর্ণ রেকর্ড হুবহু তার সামনে তুলে ধরা হবে। তারপর সে গোপনে ও প্রকাশ্যে যা কিছু করেছে তার দলীল স্বরূপ অসংখ্য সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করা হবে। এমন কি কোন উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছে তাও সেখানে প্রমাণিত হবে।

পঞ্চম—আল্লার আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুপারিশ, মিথ্যা ওকালতি কিংবা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো চলবে না। নিকটাত্মীয়, বন্ধু, নেতা, পীর, কিংবা স্বঘোষিত কোন উপাস্য সাহায্য করতে এগোবে না। মানুষ নিতান্ত নিঃসংগ ও অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে নিজ হিসাব দিবে এবং রায় দানের অধিকার তখন শুধু আল্লারই থাকবে।

ষষ্ঠ—রায় দানের একমাত্র ভিত্তি হবে এই, মানুষ পৃথিবীতে নবীদের নির্দেশিত মত ও পথ অনুসরণ করে পরকালে খোদার কাছে জবাবদেহী

www.pathagar.com

হবার উপলব্ধি নিয়ে যথাযথভাবে খোদার বন্দেগী করেছে কিনা? যদি করে থাকে তো জান্নাত পাবে। অন্যথায় জাহান্নামে ঠাঁই হবে।

পনের।। এ বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা তিন ধরনের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন তিন রূপ জীবনধারা সৃষ্টি করে। এক ধরনের মানুষ পরকাল বিশ্বাস করে না এবং এ পৃথিবীর জীবনকেই সব কিছু ভেবে থাকে। সুতরাং তার ভাল-মন্দের মানদণ্ডও পার্থিব লাভালাভের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। দুনিয়ার স্বার্থে যে কাজটি উপকারী, সেটাই তার কাছে ভাল বলে বিবেচিত এবং তার বিপরীত যা কিছু সেটা মন্দ বলে বিবেচিত হয়। এমন কি পার্থিব স্বার্থের মানদণ্ডে একই কাজ এক সময়ে তার জন্য ভাল ও অন্য সময় মন্দ হয়ে দেখা দেয়।

দ্বিতীয় ধরনের মানুষ পরকাল তো বিশ্বাস করে। কিন্তু তার ধারণা যে, কারো সুপারিশে সে পরকালের বিপদ উতরে যাবে। কিংবা তার পাপের কাফফারা আগেই কেউ আদায় করে রেখেছেন। অথবা সে আল্লার খাস পেয়ারের বান্দা। তাই যত বড় পাপই সে করুক, নামমাত্র কিছু শাস্তি দেয়া হবে। এ সব ভ্রান্ত ধারণা পরকাল বিশ্বাসের যতসব নৈতিক কল্যাণময়তা ধ্বংস করে দেয়। ফলে এ দলও পয়লা দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় ধরনের মানুষ পরকাল বিশ্বাসকে ইসলাম যেভাবে তুলে ধরেছে তা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করে। তারা কোন কাফফারা, অন্যায় সুপারিশ কিংবা আল্লার সাথে বিশেষ সম্পর্কের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে না। তাদের জন্য পরকাল বিশ্বাস বিরাট নৈতিক শক্তি হয়ে দেখা দেয়। যার অন্তরে পরকালের যথাযথ বিশ্বাস ঠাঁই পেয়েছে, তার অবস্থা দাঁড়াবে এই যে, তার সাথে সর্বদা একজন পাহারাদার লেগে রয়েছে। সে তার প্রতিটি অন্যায় কাজে বাধা দেয়, সমালোচনা করে এবং তিরস্কার করে চলে। বাহ্যত তাকে পাকড়াও করার কোন পুলিশ, সাক্ষী, আদালত, নিন্দাকারী সমাজে থাক বা না থাকে, তার ভেতরে সর্বদা এক কড়া হিসাব-নিকাশ নেবার শক্তি বসে রয়েছে। তার পাকড়াওর ভয়ে নিঃসংগতায় কি জংগলে কিংবা গভীর আঁধারে অথবা জনমানবহীন স্থানেও খোদার নির্ধারিত ফরজ থেকে বিচ্যুত হয়ে হারাম কার্য অনুসরণের সাহস করতে পারবে না। যদি কিছু করেও

www.pathagar.com

ফেলে তো পরোক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে সে তওবা করবে। এর থেকে বড় কোন নৈতিক সংস্কারের এবং মানুষের ভেতর সুদৃঢ় এক কর্মশক্তি সৃষ্টির হাতিয়ার নেই। খোদার সর্বোন্নত বিধান মানুষকে যে স্বতন্ত্র মূল্যবোধ দান করে, তার ওপর সুদৃঢ় থেকে কাজ করার এবং কোনক্রমে তা থেকে বিচ্যুত না হবার ভিত্তিই হল পরকালের যথাযথ বিশ্বাস। এ কারণেই ইসলাম পরকালের সঠিক বিশ্বাস ছাড়া খোদা ও রসূল বিশ্বাসকে অর্থহীন বলেছে।

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে বলে এসেছি, ইসলাম একটি পূর্ণাংগ সংস্কৃতি, পরিপূর্ণ সভ্যতা, সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা ও মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রের নৈতিক পথ প্রদর্শক। এ কারণেই তার নৈতিকতা পাদরী, সন্ন্যাসী, যোগী ও দরবেশের জন্য নয়। বরং যারা মানব জীবনের বিভিন্ন শাখায় কাজ করছে কিংবা তা চালাচ্ছে, ইসলামের নৈতিক নির্দেশনা তাদেরই জন্য। মানুষ যেখানে গীর্জা, প্যাগোডা, মন্দির ও খানকায় উন্নত নৈতিকতার সন্ধান চালাত, ইসলাম সেটাকে সর্ব সাধারন মানবের সকল স্তরে পৌঁছে দিতে চাইল। ইসলাম চায়, রাষ্ট্র নায়ক, গভর্নর, জজ, সেনানায়ক, পুলিশ, অফিসার, পার্লামেন্ট সদস্য, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের কর্ম কর্তারা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক ও অভিভাবকদের ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীদের স্বামীরা ও স্বামীদের স্ত্রীরা, পাড়া-পড়শীর পরস্পর প্রতিবেশীরা, এক কথায় সকল স্তরের মানুষ নৈতিকতার মানদণ্ডে মহিয়ান হোক। সে চায় সব ঘরেই নৈতিক উন্নতির জয়-জয়কার হোক। প্রতিটি মহল্লা ও বাজারে সচ্চরিত্রতার রাজত্ব চলুক। সে চায় কাজ কারবারের সকল দপ্তরে ও শাসনযন্ত্রের সব বিভাগে সচ্চরিত্রতার আনুগত্য চলুক। রাজনীতি সত্য ও সততা ভিত্তিক হোক। জাতি সত্যপ্রিয় ও দায়িত্বশীল রূপে পারস্পরিক লেন-দেন চালাক। যুদ্ধ হলেও তা মানবতা ও ন্যায়ানুগতার পথে হোক। নেকড়ের মত তা যেমন খুশী পাশবিকতার প্রকাশ না হোক।

মানুষ যখন খোদাকে ভয় করে চলে, খোদার আইনকে সর্বোচ্চ মনে করে, খোদার কাছে জবাবদেহী হতে হবে ভেবে স্বতন্ত্র চিন্তা ও কাজ অনুসরণ করে চলে, তখন তার এ কার্যধারা শুধু উপাসনালয়ে সীমিত

www.pathagar.com

থাকে না। বরং যে নামেই যেখানে সে কাজ করুক, খোদার সাচ্চা ফরমাবরদার বান্দা হিসেবে কাজ করে থাকে।

ইসলাম যা চায় তা সংক্ষেপে এই। এটা কোন দার্শনিকের কল্পনার স্বর্গ (utopia) নয়। বরং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ বাস্তবে তা দেখিয়ে গেছেন। আজ চৌদ্দশ বছর পরেও মুসলমান সমাজে তার কিছু না কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

[উনিশ শ ছিয়াত্তরের এপ্রিলে লণ্ডনে ইউরোপীয় ইসলামী পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত তিনমাস ব্যাপী ইসলামী সম্মেলনে প্রেরিত মাওলানার এ লিখিত ভাষণটি পাঠ করে শুনান অধ্যাপক গোলাম আযম। আমরা ভাষণটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলাম।]

———

www.pathagar.com